অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার লোন ইউনিট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নির্দেশ পরিপত্র নং: এবিজেএল/১৩/২০১৫ তারিখ:৩০/০৩/২০১৫

মহাব্যবস্থাপক/
উপ-মহাব্যবস্থাপক/
সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
সকল কর্পোরেট শাখা/ শাখা
বাংলাদেশ।

বিষয়: অগ্রণী বিদেশ চাকরীর লোন (Agrani Loan for Overseas Worker- ALOW)।

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষে আজ প্রবাসে, প্রতিবছর প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ মানুষ চাকরী নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। দেশ তাদের পাঠানো ২৩ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স নিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আর আমাদের বিদেশের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। দেশকে সেই অসম্মানজনক অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে এই প্রবাসী ভাইবোনদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থ। অথচ এই মানুষগুলো যখন প্রবাসে যাবার চেষ্টা করে,তখন তাদের সেই টাকা জোগার করতে হয় কখনো জমি বিক্রি, নিজস্ব কোন সম্পদ বিক্রি, অথবা চড়া সুদে নানা এনজিও বা মহাজন থেকে ধার নিয়ে। যে মানুষগুলো আমাদের এত উপকার করছেন তারা কেন এ অবস্থার শিকার হবে? তারা প্রবাসে রাতদিন প্রানপণ খেটে পরিশ্রম করবে, আবার সেই সাথে দেশ থেকে যাবার জন্য যে অর্থ, তা যোগার করতে তারা এত কষ্ট করবে কেন?

বর্তমানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান প্রবাসীদের লোন দেয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন দরকারী কাগজপত্র জমা নেয়, যেমন পাসপোর্ট, ভিসা , চুক্তিপত্র, ট্রেনিং সার্টিফিকেট, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট, বিমানের টিকেট ইত্যাদি। এই কাগজপত্র গুলো যোগার করতেই তাদের অনেক ধারদেনা করতে হয়। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কোন প্রতিষ্ঠানের লোন তাদের তেমন উপকার করে না।

প্রবাসে যেতে ইচ্ছুক মানুষগুলোর যাতে উপকার হয়, সেই লক্ষ্যে অগ্রনী ব্যাংক দেশে প্রথম "অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার লোন" নামে একটি ইউনিট চালু করেছে। যেখানে পাসপোর্ট, ট্রেনিং, ভিসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিমানের টিকেট কাটা প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা থেকেই অগ্রণী ব্যাংক তাদের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকের ৬২ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এই ঋণ প্রদান কর্মসূচী শুরু হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের পর্ষদ কর্তৃক গত ১৭-০৬-২০১৩ তারিখের ৫৮২/১৩ নং স্মারকের মাধ্যমে এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বিদেশে যাবার জন্য কোন খাতে কত ব্যয় হতে পারে তার বিবরণ দিয়ে অগ্রনী ব্যাংকের ফর্ম পূরন করতে হবে,তবে ঋণের সীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকার বেশী হতে পারবে না। এ ঋণের সময়কাল ১৫/১৮ মাস এবং বার্ষিক ৯% সুদসমেত এই লোন আদায়যোগ্য হবে।

তবে লোন দেয়ার ক্ষেত্রে দেখ্তে হবে চুক্তিপত্রে যে বেতন ধার্য হয়েছে তা ১৫/১৮ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য কিনা? নতুন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, ট্রেনিং করার পর ভিসার কিস্তি দেয়ার সময় বেতন কত হতে পারে ঘোষনা পত্র নিয়ে তবে ঠিক করতে হবে প্রার্থী কত লোন পাবে। আর সার্থক কর্মীদের ক্ষেত্রে ভিসা,ও চাকুরীর চুক্তিপত্র দেখে কত বেতন হবে তা থেকে ব্যাংকের লোন কত টাকা ১৫/১৮ কিস্তিতে ফেরত দিতে পারবে,সেই ভিত্তিতে লোনের পরিমান র্নিধারীত হবে।

নিম্নে ঋণ কর্মসূচীর বিশদ বর্ণনা ও শর্তাবলী উল্লেখ্য করা হলো:

১.১ ঋণ প্রার্থীর ধরন:

দুই ধরনের প্রার্থী এই লোন পাবে।

১.১(ক) "সার্থক প্রার্থী ": পাসপোর্ট, ট্রেনিং, ভিসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্মার্টকার্ড, বিমানের টিকিট ইত্যাদি সম্পন্ন করেছে অথবা আংশিক কাজ সম্পন্ন করেছে এমন ব্যক্তি।

১.১(খ) "সম্ভাব্য প্রার্থী / নতুন প্রার্থী": যিনি বিদেশে যাবার পরিকল্পনা করে ভবিষ্যতে পাসপোর্ট, ট্রেনিং, ভিসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিমান টিকিট ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন।

১.২ ঋণের পরিমাণ নির্ধারণঃ

১.১(ক) এর সার্থক লোন আবেদন প্রার্থী যেহেতু আগেই সব কাজ সম্পন্ন করেছে/অথবা কিছু কাজ সম্পন্ন করেছে তাকে আবেদনপত্রের সাথে পাসপোর্ট, ভিসা, চুক্তিপত্র, ট্রেনিং সার্টিফিকেট (যদি থাকে), মহিলাদের ক্ষেত্রে "হাউস কিপিং" সার্টিফিকেট অবশ্যই জমা দিতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিমান টিকিট ইত্যাদির ফটোকপি জমা দিতে হবে।
সব কাজ সম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে, আবেদনপত্রে যে পরিমান অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে তা ১৫/১৮ কিস্তিতে আদায়যোগ্য কিনা হিসাব করে (চাকুরীর চুক্তিপত্রের বেতন অনুযায়ী) তবেই ব্যাংক তাকে লোন প্রদান করবে।

১.১(খ) এর নতুন প্রার্থীর ক্ষেত্রে লোনের পাঁচ ধাপে (পাসপোর্ট, ট্রেনিং, ভিসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিমান টিকিট) প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করবেন। প্রথম ধাপের পর যেমন পাসপোর্ট হয়ে গেলে মূল কপি শাখার কর্মকর্তাকে দেখিয়ে তার ফটোকপি জমা দিয়ে তবেই দ্বিতীয় ধাপের লোন পাবে।

১.৩ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন:

১৮-৪৫ বছর বয়স্ক নাগরিক শুধুমাত্র বাংলাদেশী এবং বিদেশে চাকুরীর জন্য আগ্রহী আবেদনকারী এই কর্মসূচীর আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য। এ ছাড়া আবেদনকারীর নিজ নামে বা নিজের কোন প্রতিষ্ঠানের নামে বা তিনি কোন প্রকারে স্বত্বভোগী এমন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে অত্র ব্যাংকসহ অন্য কোন ব্যাংক বা অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেনি এ মর্মে গোপন প্রতিবেদনসহ সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ পুর্বক শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে। এ ছাড়া ঋণ গ্রহীতা তার স্থায়ী নিবাস হতে কৃষি বা অন্য কোন ঋণ গ্রহণ করেননি এ মর্মে শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে। সরকার অনুমোদিত এবং জনশক্তি রপ্তানী রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিসা সংগ্রহকারীদের লোন দেয়া হবে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে যারা ভিসা সংগ্রহ করবে তারাও এই লোনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। উভয়ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক ভিসা ও চাকুরীর চুক্তিপত্র যাচাই বাধ্যতামূলক।

১.৪ ঋণের আবেদন:

এ কর্মসুচীর আওতায় ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে অগ্রনী ব্যাংকের ফর্ম পূরণ করে আবেদন করবে। ব্যাংকের শাখায় এসে ফর্ম নিতে পারে বা অগ্রনী ব্যাংকের ওয়েব সাইটে ফর্ম প্রিন্ট করে ব্যবহার করতে পারবে।

১.৫ ঋণের সময়কাল: সর্বোচ্চ ১৫/১৮ (পনের / আঠার) মাস।

১.৬ ঋণের প্রকার:

১.১.(ক) এ কর্মসূচীর আওতায় পাসপোর্ট, ভিসা, ট্রেনিং ইত্যাদি যারা করে ফেলেছেন তাদের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত ঋণ এককালীন বিতরনযোগ্য, এবং মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য। ১.১ (খ) এ নতুন যারা তাদের ক্ষেত্রে মোট পাচঁ কিস্তিতে লোন দেয়া হবে এবং সর্বশেষ কিস্তি দেয়ার পর, মাসিক কিস্তিতে এই লোন আদায় যোগ্য।

১.৭ সুদের হার:

সুদের হার ৯%। সুদনীতির আওতায় সুদের হার সময় সময় পরিবর্তনশীল।

১.৮ পরিশোধ পদ্ধতি:

(ক) ১.১(ক) এ সার্থক প্রার্থীর ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের প্রথম মাস পর মাসিক ১৫/১৮টি সমান কিস্তির মাধ্যমে এই লোন আদায়যোগ্য অথবা ঋণ বিতরণের প্রথম ৩ মাস পর মাসিক ১৫টি সমান কিস্তির মাধ্যমে এই লোন আদায়যোগ্য। ১.১(খ) এ নতুন ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে শেষ কিস্তিতে লোন বিতরণের তিন মাস পর ১৫/১৮টি সমান কিস্তির মাধ্যমে ঋণ আদায়যোগ্য। এতদুদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী শাখায় বাধ্যতামূলকভাবে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। এ ছাড়া উপকারভোগীর নামেও একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং ঐ সকল হিসাবের মাধ্যমেই সকল রেমিটেন্স কার্যকরী করতে হবে। সঞ্চয়ী হিসাব থেকে মাসিক কিস্তিতে লোন পরিশোধ যোগ্য হবে। অবশিষ্ট টাকা উপকারভোগীর একাউন্টে কত টাকা জমা হবে এবং প্রার্থীর একাউন্টে কত টাকা জমা হবে, তার একটা ঘোষন পত্র প্রার্থীর কাছ থেকে লিখিত ভাবে নিতে হবে।

(খ) ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারদের প্রত্যেকের ব্যাংক একাউন্ট নম্বরসহ স্বাক্ষরকৃত চেক এর ১৫ টি পাতা শাখায় জমা দিতে হবে।

(গ) ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের অর্থ সংশ্লিষ্ট হিসাব সমুহে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রেরিত রেমিটেন্সের কিস্তির সমপরিমাণ টাকা ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে।

১.৯ কিস্তি :

সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা ঋণ প্রতি ১ লক্ষ টাকায় ঋণের মাসিক কিস্তি হিসাবে ৭৬৬৭/- টাকা ও ২ লক্ষ টাকার ক্ষেত্রে ঋণের মাসিক কিস্তি হবে ১৩,৪০০ /- টাকা এবং সর্বশেষ কিস্তিতে সুদসহ সমুদয় বকেয়া টাকা আদায়যোগ্য হবে (যদি পাওনা থাকে)। ঋণের অংক কম এবং সুদ হার পরিবর্তনের ফলে কিস্তির পরিমাণও কম-বেশী হতে পারে।

১.১০ মঞ্জুরি ক্ষমতা:

ঋণগ্রহীতাকে পাসপোর্টে দেয়া তার নিজস্ব এলাকার নিকটবর্তী অত্র ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রস্তাব দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট শাখা সকল শর্তাদি পরিপালন পূর্বক তাৎক্ষনিকভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিরীক্ষার জন্য দলিলাদি প্রেরণ করবেন (দুই কার্য দিবসের মধ্যে)। আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক দলিলাদি পরীক্ষান্তে মঞ্জুরীর সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক "অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার লোন ইউনিট" পঞ্চম তলা, ঢাকার বরাবরে প্রেরণ করবেন। প্রস্তাব প্রেরণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মঞ্জুরী পত্র না পাওয়া গেলে অথবা অন্য কোন সমস্যা হলে সাথে সাথে প্রধান কার্যালয়ের সহযোগীতা চাইবেন।

১.১১ ঋণের জামানত:

(ক) ওয়েব সাইটে সংযুক্ত ছকানুযায়ী ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নথিভুক্ত/স্বাক্ষরে ভিসা বিক্রেতার অঙ্গীকারনামা জমা দিবেন।

(খ) ওয়েব সাইটে সংযুক্ত ছকানুযায়ী ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নথিভুক্ত/স্বাক্ষরে ঋণগ্রহীতার দুজন জামানতকারীর অঙ্গীকারনামা জমা দিবেন।
(ওয়েব সাইটের ঠিকানা: http://www.agranibank.org/abjl এই ওয়েব সাইটটি খুললে সেখানে জোড়া পাসপোর্টের একটি ছবি আছে, তার নিচে ইংরেজি অক্ষরে লেখা "Agrani Bidesh Jawar Loan" (অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার লোন) সেখানে এই প্রজেক্ট এর সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দেয়া আছে। এ ছাড়াও যেকোন প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ করবেন প্রধান কার্যালয়ের ০২-৯৫৭২০৭৪ এই নাম্বারে।)

(গ) বিদেশ গমনেচ্ছুক ঋণগ্রহীতার এবং দুজন জামানতকারীর (ঋণগ্রহীতার নিকট আত্মীয়, যেমনঃ বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী) ব্যাংক একাউন্টের সাইন করা চেকের পাতা জমা দিতে হবে।
(ঋণ গ্রহীতা ও জামানতকারীকে চেক জালিয়াতি হলে কি কি শাস্তি হতে পারে, তা আগেই জানালে ভালো হয়)।

১.১২ ব্যাংকে জমা থাকবে যে সব ঋণের দলিলাদি:

১.১২.১ সার্থক প্রার্থীর ক্ষেত্রে যে সব দলিল শাখায় থাকবে-

(ক) অগ্রণী ব্যাংকের ওয়েব সাইটে দেয়া আবেদন পত্র (সার্থক প্রার্থীর ক্ষেত্রে) পূরণ করতে হবে ।

(খ) ১.১(ক) এ ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারদের দুই জনের সদ্য তোলা ৪(চার) কপি সত্যায়িত ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের/চেয়ারম্যান/মেম্বার-এর প্রদত্ত সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি ।

(গ) অগ্রণী ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারদের দুইটা একাউন্ট খুলতে হবে এবং সেই একাউন্টগুলোর চেক বই থেকে স্বাক্ষরকৃত প্রতিজনের ১৫টি চেকের পাতা শাখায় জমা রাখবে ।

(ঘ) নিম্নে ক্রমিক ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটি কার্যের মূল কপি যাচাই করে ফটোকপি শাখায় জমা রাখবেন। যদি কেউ আংশিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেই ক্ষেত্রে যে পরিমান কাজ সমাপ্ত হয়েছে, সেই কাজ গুলোর সম্পর্কিত কাগজ পত্র ব্যাংকে জমা রাখবে। বাকি কাজ শেষ করার জন্য লোনের আবেদন করলে সে হিসাবে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

১। পাসপোর্ট ।	৭। বিমানের টিকিট ।
২। ট্রেনিং সার্টিফিকেট (যদি থাকে) ।	৮। ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা (৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে)।
৩। ভিসা (বিএমইটি কর্তৃক যাচাইকৃত) ।	৯। চার্জ ডকুমেন্ট ।
৪। চুক্তি পত্র (বিএমইটি কর্তৃক যাচাইকৃত) ।	১০। দ্বিপাক্ষীক চুক্তিনামা (৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ গ্রহীতা ও ভিসা প্রদানকারী অথবা তার পক্ষের কোন ব্যক্তি)।
৫। স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট	১১। সিআইবি রিপোর্ট (ঋণ বিতরণের পূর্বে সংগ্রহ করতে হবে) ।
৬। স্মার্ট কার্ড ।	

১.১২.২ সম্ভাব্য প্রার্থী / নতুন প্রার্থীর ক্ষেত্রে যে সব দলিল শাখায় থাকবে-

(ক) অগ্রণী ব্যাংকের ওয়েব সাইটে দেয়া আবেদন ফর্ম (নতুন প্রার্থীর ক্ষেত্রে) পূরণ করতে হবে ।

(খ) ১.১(খ) এ ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারদের দুই জনের সদ্য তোলা ৪(চার) কপি সত্যায়িত ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের/চেয়ারম্যান/মেম্বার-এর প্রদত্ত সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি এবং অগ্রণী ব্যাংকে খোলা একাউন্টগুলোর নম্বরসহ স্বাক্ষরকৃত চেক বইগুলোর এর ১৫টি পাতা।

(গ) ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা (৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) ।

(ঘ) ধাপে ধাপে ঋণ মঞ্জুর হওয়ার ক্ষেত্রে যা যা করতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(১) পাসপোর্ট: পাসপোর্ট তৈরী হবার পর মূল পাসপোর্ট শাখায় দেখিয়ে, পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিবে তবে পরবর্তি লোন পাবে ।

(২) ট্রেনিং: (যদি নিতে হয়) এর মুল সার্টিফিকেট শাখায় দেখাবে এবং তার ফটোকপি জমা দিতে হবে । প্রার্থীকে বিশেষ ক্ষেত্রে থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা দেয়া যেতে পারে,(মহিলারা যখন ঢাকায় ট্রেনিং নিতে আসে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য) ।

(৩) ভিসা: ভিসার ক্ষেত্রে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে, প্রার্থী নিজে ও ভিসা সরবরাহকারী প্রতিষ্টান বা ব্যক্তি, তার মনোনীত আপনজনের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করবেন । দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মূল কপি দেখিয়ে, তার ফটোকপি শাখায় জমা দিবেন । এই পর্যায়ে ১ মাসের মধ্যে ভিসা ব্যাংকে জমা দিবে এই মর্মে প্রার্থী ও ভিসা সরবরাহকারী প্রতিষ্টান বা ব্যক্তি লিখিত দিলে ভিসার জন্য উক্ত লোন পাওয়া যাবে।

(৪) চাকুরীর চুক্তিপত্র সাধারণত ভিসার সাথেই আসে । চাকুরীর চুক্তিপত্রের মুল কপি শাখায় দেখিয়ে তার ফটোকপি জমা দিতে হবে ।

(৫) স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট, শাখায় দেখিয়ে তার ফটোকপি জমা দিতে হবে । অনেকের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ভিসা পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে তার এই খাতে কত খরচ হবে তা জেনে সেই পরিমান অর্থ লোন হিসাবে বরাদ্দ করা হবে।

(৬) বিমানের টিকেটের ক্ষেত্রে টিকেট যাদের কাছ থেকে টিকেটটি কিনবে তাদেরকে প্রার্থীর একাউন্ট থেকে পে-অর্ডার/ডাফটের মাধ্যমে টাকা এজেন্সির দিলে ভালো হয়। (টিকিটের ফটোকপি শাখায় জমা দিবে) ।

(৭) স্মার্ট কার্ড ।

(৮) চার্জ ডকুমেন্ট ।

(৯) সিআইবি রিপোর্ট (ঋণ বিতরণের পূর্বে সংগ্রহ করতে হবে) ।

১.১৩ তদারকী ও ব্যাংকের দায়িত্ব :

(ক) ঋণ আবেদনকারীর মাসিক বেতন থেকে প্রেরিতব্য অর্থ দিয়ে (১৫/১৮ মাসে) প্রদেয় ঋণ সমন্বয় হবে কিনা সে বিষয়ে শাখা প্রধানকে নিশ্চিত হতে হবে। ঋণ বিতরণের পর সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে নিয়মিতভাবে অর্থ প্রেরিত না হলে বা মাসিক কিস্তি যথাযথ নিয়মে একাউন্টে জমা দেয়ার জন্য উপকারভোগীর সাথে শাখা প্রধান সরাসরি পত্রালাপ করবেন এবং পরবর্তীতে নিয়োগকর্তার মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার সাথে পত্রালাপ করতে হবে। অন্যথায় বকেয়া ঋণের ব্যাপারে শাখা প্রধান বা ঋণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা দায়ী হবেন।

(খ) যেহেতু ঋণ গ্রহীতা ঋণ বিতরণ পরবর্তীকালে বিদেশে অবস্থান করবেন সেহেতু এ কর্মসুচীর আওতায় ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, শর্তানুযায়ী পুর্বাহ্নেই দলিল দস্তাবেজ সম্পাদন এবং বিতরণের পর প্রদানকৃত ঋণ আদায়ে কোন মহলের কর্মতৎপরতায় বা সক্রিয় ভুমিকায় কোন অবহেলা, উদাসীনতা, গাফিলতি চিহ্নিত হলে শাখা প্রধানসহ শাখার কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দ দায়ী হবে।

(গ) প্রকল্পটি সম্পর্কে প্রচার কার্য চালানোর নিমিত্তে প্রতি মাসে প্রত্যেক কৃষিলোন সংক্রান্ত কমিটির যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধান সেখানে উপস্থিত থেকে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের এ লোন স্কীম সম্ভর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধান, টিএনও, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় প্রতিনিধি, জেলা জনশক্তি বিভাগ এবং জেলা প্রশাসককে এ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করবেন।

Recording in the Books of Account	Code No.
i) At the time of disbursement	
Loans & Advance (ABJL) Dr.	205010720
Customer account Cr.	
ii) At the end of every month	
Other Asset Accrued Interest on Loan Dr.	207030700
Interest Account (ABJL) Cr.	401010720

iii) At the end of every quarter
Loans & Advance (ABJL) Dr.
Other Asset Accrued Interest on Loan Cr.

১.১৪ বিবরণী :

এ কর্মসূচীর আওতায় মাসিক ঋণ বিবরণীতে "অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার লোন" খাতে প্রদর্শন করতে হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে শাখা সমুহ প্রধান কার্যালয়ের অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার লোন প্রকল্পের নামে ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রেরণ করবে।

১.১৫ শাখা-প্রধানের দায়িত্ব :

শাখা প্রধানগণ এ কর্মসূচীর শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে গৃহীত দলিলাদিসহ কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দ দায়ী থাকবে। যেকোন পরামর্শের জন্য প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই মানুষগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রমের রেমিটেন্স আমাদের সবার জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রেখে চলেছে।

০২। এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পূর্বে জারিকৃত নির্দেশ পরিপত্র নং-এফআরডি/৩৪/২০১৩, তারিখ ১৩/০৩/২০১৪ ইং বাতিল বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত ঋণ সুবিধা কার্যকর করার জন্য সকল শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়/সার্কেলকে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

Sultana Adnan
(সুলতানা আদনান)
প্রকল্প পরিচালক

(মিজানুর রহমান খান)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনুলিপি ঃ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের সচিবালয়, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০২। সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৩। সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সচিবালয়, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।

০৪। সকল অঞ্চল প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ।

০৫। সকল শাখা, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।

০৬। অফিস কপি।